সংবাদ

তারিখ ২১ JUN 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

সনদ বাণিজ্যের অভিযোগ

# ইবাইস ইউনিভার্সিটির ধানমন্ডি ক্যাম্পাস বন্ধ হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ইবাইস ইউনিভার্সিটির বেদখল হয়ে যাওয়া ধানমন্ডি-ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শীঘ্রই। সনদ-বাণিজ্য ও প্রতারণার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধ করা হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। এ বিষয়ে শীঘ্রই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হচ্ছে। ধানমন্ডি ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের রাজধানীর মোহাম্মদপুরস্থ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে সনদ নিতে হবে। এতে বিপাকে পড়েছে ধানমন্ডি ক্যাম্পাসের প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী। কয়েকজন প্রতারক নিজেদের ধানমন্ডি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

## ধানমন্ডি : ক্যাম্পাস বন্ধ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রকৃত মালিক দাবি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা, ছাত্রছাত্রী ভর্তি এবং ভুয়া উপাচার্যের স্বাক্ষরে সনদ বিক্রি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে ইবাইস ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. জাকারিয়া লিংকন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) সম্প্রতি অভিযোগ করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'ইউজিসি'র একটি চক্রের সহায়তায় ধানমন্ডিতে ইবাইস ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম চলছে, যা পুরোপুরি অবৈধ। অবৈধ কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিষ্ঠানে উপাচার্য নিয়োগ দিতেও সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। তবে তা আটকে রাখা হয়েছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, ড. জাকারিয়া লিংকন উদ্যোক্তা হিসেবে ২০০২ সালের ৬ আগস্ট সরকার থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপন করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি পরে ২০১১ সালের ১২ এপ্রিল জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে ইবাইস ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রেশন এবং একই বছরের ৭ আগস্ট তেজগাঁও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে ইবাইস ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি ডিড রেজিস্ট্রেশন করেন। এরপর ড. জাকারিয়া লিংকনের ভাই কাওসার হোসেন কমেট এবং পার্টেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএ হাসেমের ছেলে শওকত আজিজ রাসেলসহ কয়েকজন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি দখলে নেয়। তারা জালিয়াতির মাধ্যমে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং তেজগাঁও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে ফাউন্ডেশন ও ট্রাস্ট ডিড রেজিস্ট্রেশন করেন। এরপর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সর্বশেষ গত ৪ জুন সর্বোচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ ইবাইস ইউনিভার্সিটির সব কার্যক্রম মোহাম্মদপুর, মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটির প্রধান সড়কের ২৭ নং বাড়িতে পরিচালনার রুল নিশি জারি করে।

এ বিষয়ে ড. জাকারিয়া লিংকন সংবাদকে জানান, কাওসার হোসেন কমেট ও শওকত আজিজ রাসেলসহ কয়েকজন ব্যক্তি রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্পাস স্থাপন করে সনদ বিক্রি করছে। তাদের সনদ বাণিজ্য বন্ধের জন্য তিনি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে অভিযোগপত্র দিয়েছেন। তিনি জানান, ইবাইস ইউনিভার্সিটির একমাত্র মূল ক্যাম্পাস এখন মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটিতে। তিনি প্রতিষ্ঠানের সব ছাত্রছাত্রীকে তার স্বাক্ষরে সনদ নেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।